23-11-56

মতিমহল থিয়েটার্সের নিবেদন

টাকা আনা পাই

কাহিনী ও পরিচালনা জ্যোতির্ম্ময় রায়

মতিমহল থিয়েটার্সের

নিবেদন

টাকা | আনা | পাই

কাহিনী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :

জ্যোতির্ময় রায়

চিত্রগ্রহণ :

সুহৃদ ঘোষ

সঙ্গীত :

সত্যজিৎ মজুমদার

শিল্পনির্দেশ :

বটু সেন

শব্দগ্রহণ :

শচীন চক্রবর্তী

সম্পাদনা :

অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

নেপথ্য সঙ্গীত :

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

বিনতা রায়

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

রূপায়ণে

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় : বিনতা রায়

রবীন মজুমদার : বিকাশ রায়

ও

ভানু — জহর

ছবি বিশ্বাস ॥ জীবেন বোস ॥ উৎপল দত্ত

বাণী গাঙ্গুলী ॥ তপতী ঘোষ

শ্রীমান বাবুয়া

●

॥ অন্যান্যাংশে ॥

জ্যোতি সেন ॥ শেখর চ্যাটার্জি

বিনয় দাস, প্রেমতোষ, অনিল চ্যাটার্জি,

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখার্জি,

খগেন পাল

এবং

অলকা সেন । গীতা দে

ঊষা নেহেরু, শীলা, মীণা ঘোষ, সরস্বতী

প্রভৃতি

সহকারী

পরিচালনা :	রণজিৎ বিশ্বাস
	মহেন্দ্র চক্রবর্তী
	কল্যাণ দাশগুপ্ত
চিত্রগ্রহণ :	গণেশ বোস
	সোনা মুখার্জি
সঙ্গীত	বিনয় ব্যানার্জি
	দিলীপ বসু
শব্দগ্রহণ :	ইন্দু অধিকারী
শিল্পনির্দেশ :	গোপী সেন
সম্পাদনা :	অমিয় মুখার্জি
ব্যবস্থাপনা :	শান্তিশেখর
আলোক সম্পাত :	বিমল, মদন, কেষ্ট, তপন

ব্যবস্থাপনা : কৈলাস বাগচী ॥ রূপসজ্জা : রণজিৎ দত্ত ॥ ষ্টুডিও তত্ত্বাবধান : মলয় কর ॥
স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও স্যাণ্ডবিলা ॥ পটশিল্পী : কবি দাসগুপ্ত ॥ প্রচার : বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ॥
আবহ সঙ্গীত : বিনয় চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত গ্র্যাণ্ড অর্কেষ্ট্রা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে রীভ্‌স শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত

পরিবেশনা ॥ মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

টাকা-
আনা-পাই
—এই হল
আজকের
দিনে সামাজিক
মূল্যায়নের
মাপকাঠি।
মণীষিরা বলেন:
অর্থই অনর্থের মূল,
আবার অনেকে বলেন
—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে
যার অর্থ নেই তার জীবনটাই
অর্থহীন।

এই অর্থহীন জীবনটা সম্বন্ধে মৃগাঙ্ক বসে ভাবে এক গৃহস্থের বারান্দায় বসে। ধনীকন্যা রচনাকে গোপনে বিয়ে করে বেকারত্বের অপরাধে শ্বশুর বাড়ীতে তার লাঞ্ছনার শেষ নেই। সম্প্রতি রচনা অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়েই তাকে খোঁজ নিতে যেতে হয় সেখানে। এমন সময় শোনা গেল—"লে—লে বাবু ছে আনা—যা লেবে তা ছে আনা—হরেক মাল ছে আনা—" এক ঠেলা ঠেলতে ঠেলতে বিশু পরিশ্রান্ত হয়ে এসে সেই বারান্দায় বসে বিশ্রাম করতে করতে মৃগাঙ্কর সঙ্গে আলাপ করে তার অবস্থা জানতে পেরে তাকে নিয়ে যায় বস্তীতে তার ঘরে। বিশু তার বন্ধু কাপড়েওয়ালা ভোলার সঙ্গে মৃগাঙ্কের আলাপ করিয়ে দেয়। মৃগাঙ্ককে বিশু ও ভোলা ছাড়তে চায় না—মৃগাঙ্ক সেইখানেই থেকে যায়।

রচনার মা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না মেয়েকে এক কপর্দকহীন বেকারকে বিয়ে করার জন্যে।
মৃগাঙ্কের প্রতি রচনার মা ও জ্যাঠামশায়ের

নির্মম লাঞ্ছনা ও অবহেলার প্রতিবাদে রচনা মৃগাঙ্কের সঙ্গে বাড়ী থেকে চলে আসে। মৃগাঙ্ক তাকে বস্তীতেই নিয়ে আসে। বিশু, ভোলা এবং বিনুদি রচনাকে সাদরে গ্রহণ করে।

মৃগাঙ্কর লজ্জা ঢাকতেই রচনা প্রথম প্রথম এই পরিস্থিতিকে সহজভাবে মেনে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু বস্তীর আবহাওয়া তার ক্রমশ অসহ্য হয়ে ওঠে। দিনে দিনে তার মেজাজ হয়ে ওঠে রুক্ষ। পরস্পরের কথাবার্তায় তিক্ততা আর গোপন থাকে না। এর মধ্যে আবার বিরোধ বাধে বস্তীর মালিকের সঙ্গে। চারিদিকে যখন এইরকম অশান্তি আর থমথমে ভাব তখন একদিন সব কিছুকে অবাক করে দিয়ে দেখা গেল লটারীতে মৃগাঙ্ক প্রচুর টাকা পেয়েছে—দশ লাখ টাকা। মৃগাঙ্ক অর্দ্ধোন্মাদের মত বলে ওঠে—অদ্ভুত আমাদের এই সমাজ—ভাগ্যের মত প্রচণ্ড এক ভাঁড়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছে অসংখ্য ক্ষমতা। জ্ঞান নয়, গুণ নয়, একটা ঘোড়া—জাষ্ট এ হর্স রাতারাতি বড়লোক করে দিল—।

এই বিপুল অর্থের অধিকারী হয়ে মৃগাঙ্কর বিরাট বাড়ী হল, গাড়ী হল—বিপুল সম্পত্তি দেখা শোনা করার জন্য কেতাদুরস্ত মিঃ চৌধুরী হলেন ম্যানেজার—তারপরেই আসেন ম্যানেজারের স্ত্রী উগ্র আধুনিকা মিসেস চৌধুরী। এঁদের উদ্দেশ্য হল এই আনাড়ী টাকাওয়ালা লোকটিকে একেবারে হাতের মুঠোয় এনে ফেলা। বিশু এবং ভোলাকে অবশ্য মৃগাঙ্ক ভোলে নি—তারা মৃগাঙ্কর বাড়ীতেই থাকে, কিন্তু কিছুতেই এই পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে না

এই প্রাচুর্য্যের মাঝে এসে মৃগাঙ্ক নিজেকে হারিয়ে ফেলে—মিসেস চৌধুরী ধীরে ধীরে মৃগাঙ্ককে রচনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন—তার স্বামীকে ক্রমশ তার নাগালের বাইরে যেতে দেখে মর্মাহতা রচনা জোর করে চেষ্টা করে ম্যানেজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে মৃগাঙ্কর মনে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলতে। এতে মৃগাঙ্ক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—বস্তীর ঘরে যে ছিল নেহাতই ভদ্রলোক, অর্থের প্রাচুর্য্যে অতি হীন হোতেও তার বাধে না—অনায়াসেই রচনাকে বলতে পারে যে প্রয়োজন হলে রচনার অঙ্গে চাবুক ব্যবহার করতেও সে দ্বিধা বোধ করবে না।

অভাবের মধ্যে হৃদয়ের যে বৃত্তিগুলি ছিল পূর্ণ বিকশিত—প্রাচুর্য্যের মধ্যে সেগুলি এমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল কেন? ভোলা, বিশু যারা মৃগাঙ্কর সব চেয়ে বড় বন্ধু এবং শুভাকাংখী তারাই বা তাকে ছেড়ে গেল কেন? হঠাৎ বিত্তশালী হয়ে পড়লে মানুষের চিত্তবিভ্রম হতে পারে—এবং তা নিয়ে যে চিত্তাকর্ষক নাটকের সৃষ্টি হয়েছে তার পরিচয় আপনারা এখনই পাবেন।

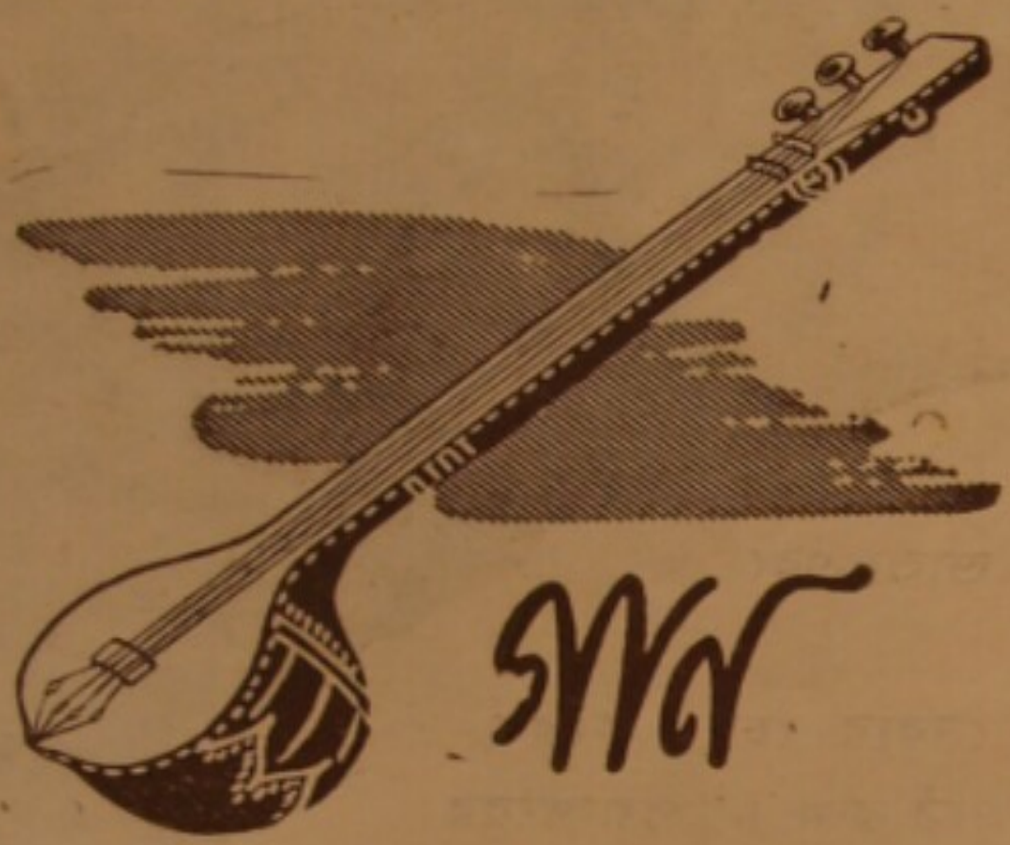

গান

(১)

হায় হায় হায় হায়
আমার ভাঙ্গা চালের ঘর
তুই রোদে আপন ঝড়ে কাঁপন
বৃষ্টিতে হোস্ পর
তোর হাত ছড়ানো আড়ালে মোর
গা ছড়ানো বাসা
দুঃখ আছে, অভাব আছে
তবু জাগাস আশা
জানি অট্টালিকার গা ঘেঁষে তুই
অট্টহাসির ঝড়।
মেহনতির বন্ধ রুজি
তোরই কোলে মাথা গুঁজি
মোর নেভা উনুন, পেটের আগুন
জ্বলে নিরন্তর
তোর শতেক চোখের জল ঝড়ে হায়
যায় ভেসে মোর ঘুম
গুটি সুটি একোন একোন
বসেছি নিঃঝুম
জানি এই নিঝুম বুকেই ঘুমিয়ে আছে
পাগলা দামোদর।

রচনা। জ্যোতির্ময় রায়

(২)

এস শাওন সিঞ্চিত বৃষ্টিধারা
তব আবাহন জাগে আজ কণ্ঠ ভরি
বরিষণ কর মম অঙ্গ ঘিরি
দিশেহারা।

ঘন গুরু তর্জনে তুচ্ছ মানি
মেঘের কালিমা চিরে এসো গো নামি
চকিত চমকে আলো পথ যে দেখায়
এস এস নেমে এস তৃষিত ধরায়
আগল হারা।

অঞ্জলি ভরে ওঠ অঝোর ধারায়
তোমারে লুটিয়া হাওয়া মুক্তা ছড়ায়,
মাতাল বাতাস মনে আমি উতলা
লক্ষ নূপুর ধ্বনি দিল যে দোলা
মন মোর ডানা মেলি অসীমে ছড়ায়
আপন হারা।

রচনা। জ্যোতির্ময় রায়

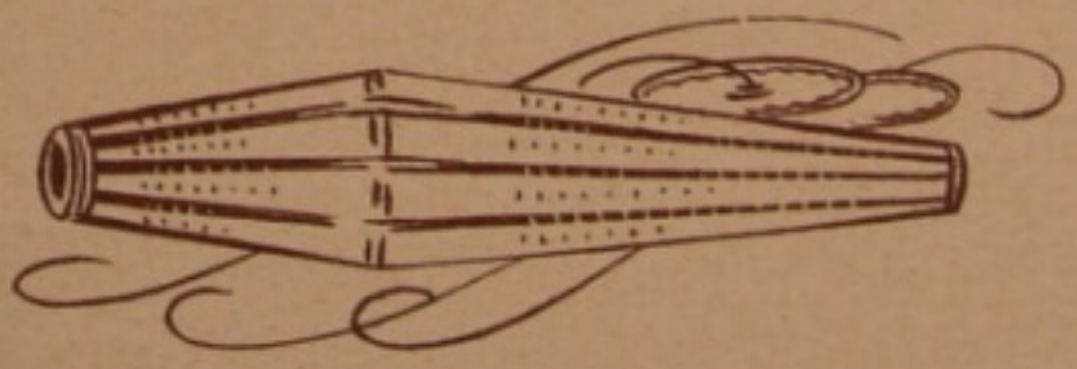

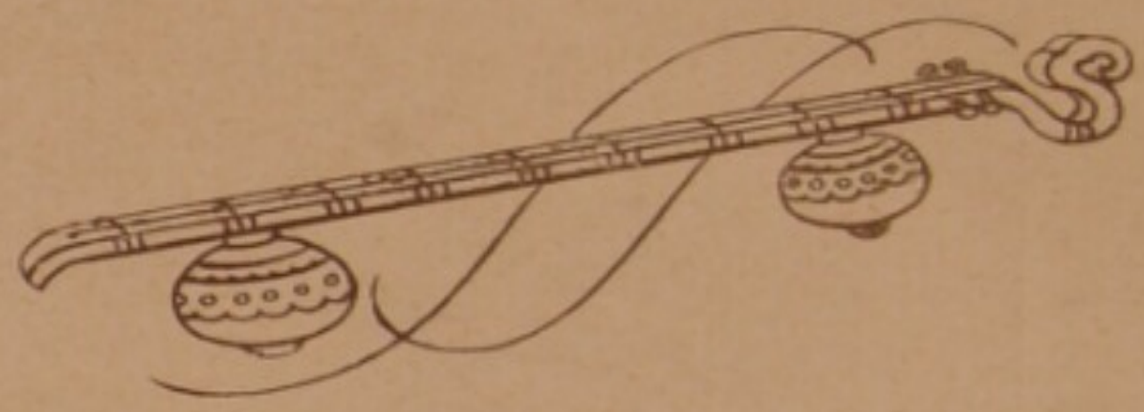

(৩)

কেন যে পারিনা ওগো
তোমারে রাখিতে ধরে
কাছে পাবো অনুক্ষণ
বলগো কেমন করে,

তুমি ছাড়া কেহ নাই
আমার জীবনে তাই
স্বপন ভাঙ্গিয়া যায়
বলগো কেমন করে

সাথ জাগে চিরদিন
শুধু চোখে চোখ রেখে
কথা বলি কথা হারা
মুখোমুখী বসে থেকে
শুধু চে'খে চোখ রেখে

সব আলো নেভে যদি
সব তারা খসে যদি
তখন তোমাকে যেন
বেঁধে রাখি আঁখি ডোরে।

রচনা : কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত

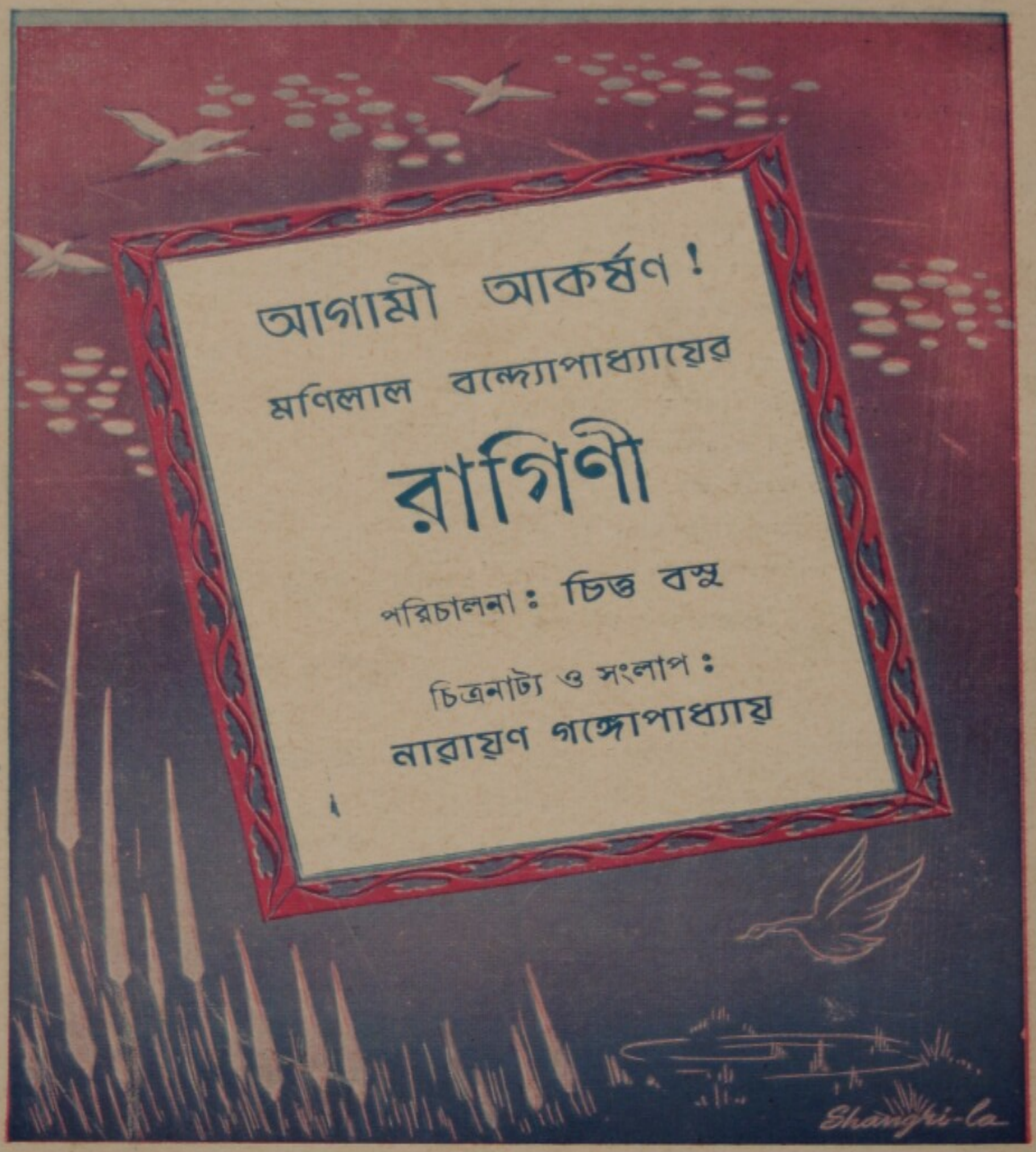

মতিমহল থিয়েটার্সের পক্ষ থেকে প্রচার সচিব বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত।